পলিসি ব্রিফ
১০০/ ২০২০
ডিসেম্বর ২০২০

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

বাংলাদেশে জলবায়ু পরিবর্তন প্রশমন অর্থায়ন ও প্রকল্প বাস্তবায়নে সুশাসনের চ্যালেঞ্জ ও উত্তরণের উপায়

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি) দুর্নীতি প্রতিরোধ ও সুশাসন প্রতিষ্ঠায় সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ে জনগুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন খাত, প্রতিষ্ঠান ও বিষয় নিয়ে গবেষণা ও অধিপরামর্শ কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় ক্ষতিগ্রস্ত দেশ হিসেবে বাংলাদেশের স্বপ্রণোদিত বিভিন্ন উদ্যোগ জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে প্রশংসিত হয়েছে। এই অর্জনকে এগিয়ে নিয়ে উচ্চতর পর্যায়ে বহুমুখী উৎকর্ষ নিশ্চিত করতে সরকারসহ সকল অংশীজনের সাথে সহায়ক ভূমিকা পালনের লক্ষ্যে টিআইবি ২০১০ সন হতে জলবায়ু অর্থায়নে সুশাসনের চ্যালেঞ্জ বিষয়ক গবেষণা ও অ্যাডভোকেসি কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। এরই ধারাবাহিকতায় সম্প্রতি টিআইবি ''বাংলাদেশে জলবায়ু পরিবর্তন প্রশমন অর্থায়ন ও প্রকল্প বাস্তবায়নে সুশাসনের চ্যালেঞ্জ ও উত্তরণের উপায়'' শীর্ষক একটি গবেষণা পরিচালনা করে যা ০৫ নভেম্বর ২০২০ তারিখে প্রকাশ করা হয়। গবেষণার পূর্ণ প্রতিবেদন ও অন্যান্য ডকুমেন্ট ইতিমধ্যে সংশ্লিষ্ট অংশীজনের কাছে পাঠানো হয়েছে, যা টিআইবি'র ওয়েবসাইটেও পাওয়া যাবে (www.ti-bangladesh.org)। এই পলিসি ব্রিফটি উপরোক্ত গবেষণার ফলাফলের ওপর ভিত্তিতে প্রণীত। এ গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্যসমূহ প্যারিস জলবায়ু চুক্তির আওতায় প্রণীত জাতীয় নির্ধারিত অবদান (এনডিসি) বাস্তবায়নের অগ্রগতি পর্যালোচনার পাশাপাশি প্রশমন অর্থায়ন বিষয়ক ভবিষ্যত কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নে অবদান রাখতে পারে।

গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী, এনডিসি ২০৩০ এর লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে প্রশমন অর্থায়নে সরকারের গৃহীত পদক্ষেপে ইতিবাচক দিকের পাশাপাশি সুশাসনের সার্বিক চ্যালেঞ্জ বিদ্যমান। এনডিসি'তে প্রতিশ্রুত ১৫% প্রশমন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে সরকারের পক্ষ থেকে আন্তর্জাতিক তহবিলসমূহে কার্যকর অভিগম্যতা অর্জনে ঘাটতির অন্যতম কারণ আন্তর্জাতিক উৎস হতে তহবিল সংগ্রহে কোনো পথনকশা না থাকা। অন্যদিকে, পরিবেশ সুরক্ষায় সাংবিধানিক অঙ্গীকার থাকলেও প্রশমন কার্যক্রম যেমন, নবায়নযোগ্য উৎস হতে বিদ্যুৎ উৎপাদনে বাংলাদেশের জাতীয় ও আন্তর্জাতিক প্রতিশ্রুতিকে যথাযথ গুরুত্ব না দিয়ে, উল্টো পরিবেশ বিধ্বংশী কয়লা ও এলএনজিভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্রে ব্যাপকভাবে বিনিয়োগ করা হচ্ছে। তাছাড়াও প্রশমন কার্যক্রমের স্থান ও সময়ভিত্তিক অগ্রাধিকার ক্রম নির্ধারিত না থাকা, প্রশমন প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের সক্ষমতা, স্থানীয়ভাবে প্রকল্পের চাহিদা এবং গুরুত্ব বিবেচনা না করে অনেক ক্ষেত্রে রাজনৈতিক বিবেচনায় প্রকল্পে অর্থায়ন ও অনুমোদন করা হয়। প্রকল্পে জনঅংশগ্রহণের মাধ্যমে স্থানীয় মালিকানা নিশ্চিত না করা এবং সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে প্রশমন প্রকল্প প্রণয়ন, অর্থায়ন, বাস্তবায়ন, তদারকি, নিরীক্ষা ও মূল্যায়নে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে আন্তঃপ্রাতিষ্ঠানিক যোগাযোগ ও কার্যকর সমন্বয় ব্যবস্থার ঘাটতি প্রশমনের কাংখিত লক্ষ্য অর্জনে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করছে।

এমতাবস্থায় বাংলাদেশে প্রশমন অর্থায়ন ও প্রশমন প্রকল্প বাস্তবায়নে সুশাসনের চ্যালেঞ্জসমূহ উত্তরণে নিচের সুপারিশগুলো প্রস্তাব করা হলো।

সুপারিশ

জলবায়ু প্রশমন অর্থায়ন ও নীতি/কৌশল/অঙ্গীকার বাস্তবায়ন

১. অবিলম্বে প্যারিস চুক্তিতে প্রতিশ্রুত অনুদানভিত্তিক প্রশমন অর্থায়ন নিশ্চিতকরণে উন্নত রাষ্ট্রসমূহের ওপর বাংলাদেশের নেতৃত্বে স্বল্পোন্নত দেশসমূহের ঐক্যবদ্ধ কূটনৈতিক চাপ প্রয়োগ করতে হবে

২. জাতীয় প্রতিষ্ঠানসমূহের সবুজ জলবায়ু তহবিলসহ আন্তর্জাতিক তহবিলসমূহে অভিগম্যতা অর্জনে আন্তঃপ্রাতিষ্ঠানিক সমন্বয়ের মাধ্যমে কার্যকর পথনকশা প্রণয়ন করতে হবে

৩. কয়লা ও এলএনজির মতো পরিবেশ বিধ্বংশী জীবাশ্ম জ্বালানিভিত্তিক শক্তিতে বিনিয়োগ বন্ধ করে নবায়নযোগ্য খাতে বিনিয়োগ ও অর্থায়ন নিশ্চিত করতে হবে

সুপারিশ বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ

পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়, অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, বিদ্যুৎ জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, এবং সংশ্লিষ্ট সংসদীয় স্থায়ী কমিটি

সুপারিশ	সুপারিশ বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
৪. নবায়নযোগ্য বিদ্যুৎ উৎপাদনের অযৌক্তিক ব্যয় কমিয়ে সুলভে উৎপাদনে সরকারি প্রকল্পের ন্যায় বেসরকারি খাতে বিনিয়োগকারীদেরও একই ধরনের প্রণোদনা (কর অব্যাহতি এবং ক্যাপাসিটি চার্জ মুক্ত) প্রদান করতে হবে	
৫. বনায়ন ও বন্যপ্রাণী আবাস সংরক্ষণসহ বন ব্যবস্থাপনায় অগ্রাধিকারমূলক প্রশমন অর্থায়ন নিশ্চিত করতে হবে	
প্রশমন প্রকল্প/কার্যক্রম বাস্তবায়নে সুশাসন	
৬. প্রশমন কার্যক্রমে প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা, প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়নে বাস্তবায়নকারী সংস্থাসমূহের সুশাসন নিশ্চিতে ফলপ্রসু পদক্ষেপ গ্রহণের বিবেচনা সাপেক্ষে প্রকল্প অনুমোদন দিতে হবে	প্রকল্প অর্থায়নকারী ও বাস্তবায়নকারী সংস্থা
৭. তথ্যবোর্ডে আবশ্যকীয় উল্লেখ্য বিষয় সংক্রান্ত সুনির্দিষ্ট গাইডলাইন প্রণয়ন সাপেক্ষে সকল প্রকল্প এলাকায় তথ্যবোর্ড স্থাপনসহ দায়িত্বপ্রাপ্ত তথ্য কর্মকর্তার উপস্থিতি নিশ্চিত করতে হবে	
৮. প্রকল্প তদারকি, নিরীক্ষা ও মূল্যায়ন প্রতিবেদন জনগণের জন্য উন্মুক্ত করার পাশাপাশি প্রকল্পের সকল পর্যায়ে জনঅংশগ্রহণসহ তৃতীয় পক্ষের স্বাধীন তদারকি নিশ্চিত করতে হবে	
৯. অভিযোগ গ্রহণের জন্য অভিযোগ বাক্স স্থাপন, মোবাইল নম্বর প্রদানসহ প্রকল্প এলাকায় গণশুনানির মাধ্যমে অভিযোগ নিরসনের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে	
১০. জলবায়ু ট্রাস্ট তহবিল ব্যবহার নীতিমালা, ২০১২ লঙ্ঘনের বিষয়ে সুনির্দিষ্ট শাস্তির বিধানসহ নীতিমালা সংশোধন করতে হবে	

পলিসি ব্রিফ প্রসঙ্গে

জাতীয় ও তৃণমূল পর্যায়ে নাগরিকদের দুর্নীতির বিরুদ্ধে সচেতন ও সক্রিয় করা এবং দেশে দুর্নীতিবিরোধী চাহিদা সৃষ্টির লক্ষ্যে ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি) ১৯৯৬ সাল থেকে বহুবিধ গবেষণা, প্রচারণা, অ্যাডভোকেসি ও জনসম্পৃক্ততামূলক কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। জাতীয় পর্যায়ে নিবিড় অ্যাডভোকেসি কার্যক্রম গ্রহণ এবং স্থানীয় পর্যায়ে বিস্তৃত নাগরিক সম্পৃক্ততার মাধ্যমে 'বিল্ডিং ইন্টেগ্রিটি ব্লকস ফর ইফেক্টিভ চেইঞ্জ' প্রকল্পটি জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ে বিদ্যমান নীতি, আইন ও নিয়ম-কানুন কার্যকর প্রয়োগের ক্ষেত্রে ক্রমাগত প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

টিআইবি এমন এক বাংলাদেশ দেখতে চায় যেখানে সরকার, রাজনীতি, ব্যবসা-বাণিজ্য, নাগরিক সমাজ ও সাধারণ মানুষের জীবন হবে দুর্নীতির প্রভাব থেকে মুক্ত। এ লক্ষ্যে নীতি ও প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার অনুঘটনে টিআইবি গবেষণা কার্যক্রম ও তার ভিত্তিতে কার্যকর নীতি প্রণয়নে অ্যাডভোকেসি ও নাগরিক সম্পৃক্ততামূলক কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। এরই অংশ হিসেবে ধারাবাহিক ও সমসাময়িক বিভিন্ন বিষয়ের ওপর টিআইবি পলিসি ব্রিফ প্রণয়ন করে থাকে।

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি)
মাইডাস সেন্টার (লেভেল ৪ ও ৫), বাড়ি ০৫, সড়ক ১৬ (নতুন) ২৭ (পুরাতন), ধানমণ্ডি, ঢাকা ১২০৯। ফোন: +৮৮০ ২ ৯১২৪৭৮৮-৮৯, ৯১২৪৭৯২
ফ্যাক্স: +৮৮০ ২ ৯১২৪৯১৫, info@ti-bangladesh.org, www.ti-bangladesh.org, www.facebook.com/TIBangladesh